দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 23 APR 1998 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

কম্পিউটার বিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রী পর্যন্ত শিক্ষাদানে তথ্য প্রযুক্তি ইন্সটিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ

নাজীমউদ্দিন মোস্তান ॥ কম্পিউটার
নে বিএসসি ও মাষ্টার্স ডিগ্রী পর্যন্ত
ক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ
টিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি
(বিআইআইটি) খুব শীঘ্রই জাতীয়
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিশেষায়িত উচ্চ
শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ
(১১শ পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

কম্পিউটার বিজ্ঞান

(প্রথম পৃঃ পর)

করিতে যাইতেছে। ইহার পাশাপাশি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল দেশের ৬টি বিভাগীয় সদরে ১টি করিয়া ৬টি শিক্ষায়তনে বিভাগওয়ারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করিয়া বেশীসংখ্যক কলেজ ও স্কুলে কম্পিউটার বিজ্ঞান শিক্ষাদান কার্যক্রমকে প্রত্যক্ষ সহায়তা দানের জন্য সরকারের নির্দেশ পাইয়াছে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাউন্সিল প্রথমতঃ নূতন কৃষির জেনেটিক প্রযুক্তি, দ্বিতীয়তঃ তথ্য প্রযুক্তিকে দেশের আগামীদিনের রপ্তানি ও উন্নয়নের সাথে কর্মসংস্থানের ভিত্তি নির্মাণের কার্যক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করিবার পর সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী সফটওয়্যার রপ্তানিকে শীর্ষস্থানীয় রপ্তানি খাত হিসাবে গড়িয়া তোলা এবং প্রতিটি বাড়ীকে ফার্মিং সেন্টার বা খামারবাড়ীতে উন্নীত করার আহবান জানাইয়াছেন। এ দুই খাতে ৪০ লক্ষ ও ৩ লক্ষ করিয়া মোট ৪০/৫০ লক্ষ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সামনে রাখিয়া খাতসমূহে বিশেষজ্ঞগণ প্রাথমিক পদক্ষেপ শুরু করিয়াছেন।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের ভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ভেরিলার্জ ইন্টিগ্রেশন প্রযুক্তির বিজ্ঞানী প্রফেসর মোঃ আবদুস সোবহান গত মঙ্গলবার ইত্তেফাককে তথ্য প্রযুক্তি খাতে সরকারের ও কাউন্সিলের আশু পদক্ষেপসমূহের বিবরণ দিয়া বলিয়াছেন, সাভারের আশুলিয়া নামক স্থানে সফটওয়্যার, ডাটা এন্ট্রি ও বৈদেশিক কাজের ট্রান্সমিশন সুবিধাসহ তথ্য প্রযুক্তি শিল্পকেন্দ্র (আইটি ভিলেজ) স্থাপন করা হইতেছে। ইতিমধ্যে রাজধানীতে ভাড়া করা বাড়ীতে এমন শিল্প কেন্দ্রের প্রাথমিক কাজ শুরুর উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। কম্পিউটার সফটওয়্যার রপ্তানিকে শীর্ষ রপ্তানি ক্ষেত্র করিয়া তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্যব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী অর্থনৈতিক পরিস্থিতি রিভিউর উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে নির্দেশ দিবার পর মন্ত্রী ও সচিব পর্যায় হইতে কাউন্সিল পর্যায় পর্যন্ত উৎসাহ, তাগিদ ও করণীয় সম্পাদনের চাপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান বিসিসির নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর সোবহান সফটওয়্যার তৈরীর জন্য দক্ষ জনবল তৈরীর ক্ষেত্রে কোন বিলম্ব যেন না ঘটে সেজন্য প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রম ও বিষয়াদি প্রমিতকরণ (স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন), দেশের সবকয়টি বিআইটিতে কম্পিউটার ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন, চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রবর্তনের পাশাপাশি দেশের স্কুল-কলেজে কম্পিউটার শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্য স্থির হইয়াছে। বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা, বিভাগীয় সদরে কম্পিউটার কাউন্সিলের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে জরুরীভিত্তিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ দানের আসন্ন পদক্ষেপ এই লক্ষ্য অর্জনেরই পদক্ষেপ। কম্পিউটার কাউন্সিল প্রণীত কম্পিউটার সহকারী হইতে কম্পিউটার বিজ্ঞানে মাষ্টার্স ডিগ্রীর প্রফেশনাল সার্টিফিকেট-ডিপ্লোমা-ডিগ্রীর পাঠ্যক্রম অবলম্বন করিয়া ঢাকার শেখ বোরহানুদ্দিন কলেজ ও কুষ্টিয়ার প্রশিক্ষায়তনের মত বহু প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান শুরু হইয়াছে। ফলে কাউন্সিলের নীতিনির্ধারকমন্ডলীর পরবর্তী কোন বৈঠকে এ কোর্স কারিকুলাম প্রসার ও তত্ত্বধানের জন্য কাউন্সিলকে অথরিটি প্রদান করা হইবে। জাতীয় ভার্সিটির আওতায় ইনষ্টিটিউট গড়িয়া তোলা হইতে এই শিক্ষাক্রম প্রমিতকরণ ও বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে কম্পিউটার কাউন্সিল কেন্দ্রীয় সংগঠকের ভূমিকা পালন করিবে।

উচ্চতর প্রায়োগিক ল্যাঙ্গুয়েজে প্রশিক্ষণ

সফটওয়্যার যুগোপযোগী করার জন্য সফটওয়্যার রচনার কিছু নূতন প্রণালী ভাষা শিক্ষা জরুরী হইয়া পড়ায় বিসিসি সদর দফতরে ধানমন্ডি ৬ নং সড়কে ৫ই মে হইতে ভিজুয়াল জাভা প্লাস প্লাস, সি প্লাস প্লাস, মাল্টি মিডিয়া সিষ্টেম (শব্দ ছবি বিবরণ- গ্রাফিক্সের গ্রন্থনা), ইউনিক্স অপারেটিং সিষ্টেম, ইন্টারনেটের ওয়েব পেজ ডিজাইনের উপর কোর্স শুরু হইতেছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল বিশ্বের শীর্ষতম সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটের সকল প্রশিক্ষণ ঢাকায় প্রদানের জন্য মাইক্রোসফটের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে যাইতেছে। এজন্য মাইক্রোসফট বিসিসিতে এডভান্সডে ইনফরমেশন টেকনোলজি ল্যাব স্থাপন করিবে। সফটওয়্যার উন্নয়নের কলাকৌশল শিক্ষণ-প্রশিক্ষণে সহায়তা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বপ্রতিষ্ঠান আইবিএম-এর সহিতও বিসিসির অনরূপ সহযোগি কার্যক্রমের সম্ভাবনা আছে।

বেসরকারী প্রশিক্ষণ

প্রফেসর আবদুস সোবহান মানবসম্পদ প্রশিক্ষণ ত্বরান্বিত করার জন্য বিদেশী প্রতিষ্ঠান এনআইআইটি ও আপটেকের স্থানীয় প্রশিক্ষায়তনসহ বেসরকারী খাতের প্রশিক্ষনায়তনগুলিকে তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের আসন্ন চাহিদা পূরণের মত জনবল গড়িয়া তুলিতে শিক্ষাক্রম, বিষয়াদি ও শিক্ষা মানে সহায়তা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশেও বেসরকারী খাতে উচ্চমানের তথ্য প্রযুক্তির পেশাগত প্রশিক্ষণের স্বকীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে।

তথ্য প্রযুক্তির মেধা ও যন্ত্রব্যবস্থার সম্পদ জরিপ

প্রফেসর আবদুস সোবহান জানান, ২০০০ সালের মধ্যে সারা বাংলাদেশের কম্পিউটার, তথ্য প্রযুক্তি, নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার সহিত জড়িত সকল পেশাজীবী ও স্থাপনার পূর্ণাঙ্গ জরিপ সম্পন্ন হইবে। ইতিমধ্যে স্বল্পমেয়াদী সমীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য ২ মাসের একটি কার্যক্রমে সরকার অর্থ বরাদ্দ করিয়াছেন। এ অর্থে পরিসংখ্যান ব্যুরোর সহযোগিতা লইয়া বিসিসি কাজ শুরু করিতেছে।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি ও বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটি কম্পিউটার পেশাজীবী, বিশেষজ্ঞ, অধ্যাপক, প্রশিক্ষক, সফটওয়্যার রচয়িতা, হার্ডওয়্যার ডিজাইনার ও প্রকৌশলী এবং উদ্যোক্তাদের একটি মহাসম্মেলন আয়োজনের জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ নিয়াছে। প্রফেসর আবদুস সোবহান জানান, এ মহাসম্মেলন হাজার হাজার প্রতিভার সমাবেশে তথ্য প্রযুক্তির যুগে জাতীয়ভাবে বাংলাদেশের উত্তরণের জাতীয় বিঘোষণার উৎসাহ ও উদ্বেলতা সৃষ্টি করিবে।

এবছর ডিসেম্বর মাসে সারা দেশের ভার্সিটিগুলিকে আওতাভুক্ত করিয়া সফটওয়্যার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইবে। বাস্তব জগতের কর্মধারাকে প্রণালীবদ্ধভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পরম্পরা কর্মসম্বন্ধে সজ্জিত করার মাধ্যমে একটি অখন্ড কার্যব্যবস্থার কাঠামোকে কম্পিউটার প্রণালীর অন্তর্গত পদ্ধতি গড়িয়া তোলাই এ প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য।